জাতীয় সংসদ নির্বাচন অগ্রাধিকার
অতীব জরুরি

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৭৪

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০ / ১০ ডিসেম্বর ২০২৩

পরিপত্র-১২

বিষয় : জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণের সময় সংক্রান্ত গণ-বিজ্ঞপ্তি, ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা, পুনঃভোটগ্রহণ, পুনঃনির্বাচন, স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার, প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শন, ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার, ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে ফলাফল প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ে নির্দেশিত হয়ে জানানো যাচ্ছে যে, ভোটগ্রহণের সময় সম্পর্কে সকল ভোটারকে অবগতকরণের লক্ষ্যে স্থানীয়ভাবে গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে ব্যাপক প্রচার, নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন কারণে ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা ও পুনঃভোটগ্রহণ, ব্যালট বাক্স ব্যবহার, প্রার্থীদের নাম-প্রতীক সম্বলিত পোস্টার ও ভোটকেন্দ্রের প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শন এবং ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে ফলাফল প্রেরণ সংক্রান্ত নির্বাচন কমিশন বিস্তারিত নির্দেশনা প্রদান করেছেন।

০২। **ভোটগ্রহণের সময়:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর অনুচ্ছেদ ২৪ অনুসারে রিটার্নিং অফিসার, নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ সাপেক্ষে, ভোটগ্রহণের সময় নির্ধারণ করে গণ-বিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। আগামী **২৩ পৌষ ১৪৩০/ ০৭ জানুয়ারি ২০২৪ তারিখ রবিবার সকাল ০৮.০০ টা হতে বিকাল ০৪.০০ টা পর্যন্ত** বিরতিহীনভাবে ভোটগ্রহণ করার জন্য মাননীয় নির্বাচন কমিশন সিদ্ধান্ত প্রদান করেছেন। ফলে ভোটগ্রহণের দিন ও সময় উল্লেখ করে রিটার্নিং অফিসার প্রত্যেক নির্বাচনি এলাকার জন্য **২৮ ডিসেম্বর ২০২৩** তারিখের মধ্যে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন এবং তার একটি অনুলিপি নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে প্রেরণ করবেন।

০৩। **ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা:** প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে যদি কোন সময় ভোটগ্রহণ বিঘ্নিত বা বাধাগ্রস্ত হয় এবং তা ভোটগ্রহণের জন্য নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পুনরায় শুরু করা সম্ভব না হয়, তা হলে তিনি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৫ এর বিধান **(পরিশিষ্ট-ক)** অনুসারে অনতিবিলম্বে ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে ঘটনাবলী সম্পর্কে অবহিত করার পাশাপাশি রিটার্নিং অফিসারকেও তা অবহিত করবেন। ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হতে বেআইনীভাবে ও জোরপূর্বক অপসারণ করা হলে বা দুর্ঘটনাক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত হলে বা ইচ্ছাকৃতভাবে নষ্ট করা হলে বা হারিয়ে গেলে বা এরূপ ক্ষতিগ্রস্থ বা বিকৃত হলে যে ক্ষেত্রে উক্ত ভোটকেন্দ্রের ফলাফল নির্ধারণ করা যাবে না, সেক্ষেত্রেও প্রিজাইডিং অফিসার ভোটগ্রহণ বন্ধ করে দেবেন এবং রিটার্নিং অফিসারকে অবহিত করবেন। রিটার্নিং অফিসার অনতিবিলম্বে উক্ত ঘটনা সম্পর্কে নির্বাচন কমিশনের নিকট একটি প্রতিবেদন পেশ করবেন এবং যথাশীঘ্র সম্ভব, নির্বাচন কমিশনের অনুমোদন নিয়ে নতুনভাবে ভোটগ্রহণের জন্য একটি তারিখ নির্ধারণ করবেন ।

০৪। **বন্ধ ঘোষিত ভোটকেন্দ্রে পুনঃ ভোটগ্রহণ:** যে ভোটকেন্দ্রে ভোটগ্রহণ বন্ধ হবে সেই ভোটকেন্দ্রের ফলাফল ব্যতীত যদি উক্ত নির্বাচনি এলাকার ফলাফল বাকী ভোটকেন্দ্রের ফলাফল দ্বারা নির্ধারিত না হয়, তা হলে নির্বাচন কমিশন উক্ত ভোটকেন্দ্রে পুনঃ ভোটগ্রহণের জন্য রিটার্নিং অফিসারকে নির্দেশ প্রদান করবেন। রিটার্নিং অফিসার নির্বাচন কমিশনের নির্দেশক্রমে উক্ত ভোটকেন্দ্রে/ভোটকেন্দ্রসমূহে ভোটগ্রহণের জন্য একটি দিন ও সময় ধার্য করে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করবেন। মনে রাখবেন, এরূপ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভোটকেন্দ্রাধীন সকল ভোটার ভোট দিতে পারবেন এবং বন্ধ ঘোষিত নির্বাচনে ভোটগণনা করা যাবে না।

০৫। **কতিপয় ক্ষেত্রে কমিশনের নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করার ক্ষমতা:** গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর ৯১ এর বিধান অনুসারে কমিশনের নিকট যদি প্রতীয়মান হয় যে, নির্বাচনে বল প্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে ন্যায়নুগ ও নিরপেক্ষভাবে এবং আইন অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা নিশ্চিত করতে সক্ষম হওয়া যাবে না

অফিসের ঠিকানা ঃ
নির্বাচন ভবন, প্লট নং-ই-১৪/জেড, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

যোগাযোগ ঃ
ফোন ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৬০০ ফ্যাক্স ঃ +৮৮০-০২-৫৫০০৭৫১৫
ই-মেইল ঃ secretary@ecs.gov.bd ওয়েব এড্রেস ঃ www.ecs.gov.bd

সেক্ষেত্রে যে কোন ভোট কেন্দ্র বা ক্ষেত্রমত সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায় যে কোন পর্যায়ে ভোটগ্রহণ বন্ধ করতে পারবেন **(পরিশিষ্ট-খ)**। তাছাড়া, কোন ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণসহ, এই অধ্যাদেশ বা বিধিমালার অধীন কোন কর্মকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশ পুনর্বিবেচনা করতে পারবেন; এবং নির্বাচন নিরপেক্ষ, ন্যায়ানুগ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান ও ক্ষমতা প্রয়োগসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করতে পারবেন।

০৬। **ডাকযোগে ভোটদান**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৭ এবং ভোটার তালিকা আইন, ২০০৯ এর ধারা ৮ অনুসারে ডাকযোগে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটদানের ব্যবস্থা রয়েছে। কোন্ কোন্ শ্রেণীর ভোটারগণ ডাকযোগে ভোট দিতে পারবেন এবং কি পদ্ধতিতে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন তা উক্ত অনুচ্ছেদে উল্লেখ রয়েছে। এ সম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারের করণীয় কি তাও বিশদভাবে উক্ত অনুচ্ছেদে বিধৃত হয়েছে। ডাকযোগে ভোটদান সম্পর্কে গত ১৬ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে জারীকৃত **পরিপত্র-৩** এর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।

০৭। **স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স**: দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন উপলক্ষে **ভোটগ্রহণের জন্য স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা হবে**। এ সকল ব্যালট বাক্স ব্যতীত অন্য কোন প্রকার বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। কোন ভোটকক্ষে একই সময়ে একাধিক ব্যালট বাক্স ব্যবহার করা যাবে না। যখন একটি বাক্স ভর্তি হয়ে যাবে তখন উক্ত বাক্সটি উপস্থিত সকলের সামনে সিল করে (লক করে) নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে এবং ভোটকক্ষে ঐ বাক্সের স্থলে নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ করে অন্য একটি স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ভোটগ্রহণের জন্য রাখতে হবে। স্বচ্ছ ব্যালট বাক্সটি এমন স্থানে রাখতে হবে যা উপস্থিত প্রার্থী, নির্বাচনি এজেন্ট, পোলিং এজেন্ট ও ভোটকেন্দ্রে কর্মরত ভোটগ্রহণ কর্মকর্তার দৃষ্টিসীমার মধ্যে থাকে এবং সেখানে ভোটারগণ সহজে পৌঁছতে পারেন।

০৮। **প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোস্টার প্রদর্শন**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২০ এর দফা (২) অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্বলিত পোস্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে। সুতরাং অনুগ্রহপূর্বক স্থানীয়ভাবে প্রয়োজনীয় সংখ্যক পোস্টার ছাপিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারদের মধ্যে বিতরণ করবেন।

০৯। **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশাধিকার সংক্রান্ত পোস্টার প্রদর্শন**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ২৯ অনুসারে যে সকল ব্যক্তি ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারেন অর্থাৎ **ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করবার যোগ্য ব্যক্তিদের তালিকা** সম্বলিত একটি **পোস্টার** নির্বাচন কমিশন কর্তৃক প্রণয়ন করা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি মুদ্রণ করা হয়েছে। উক্ত মুদ্রিত পোস্টারের প্রয়োজনীয় সংখ্যক কপি প্রতিটি নির্বাচনি এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ভোটগ্রহণের দিন ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার পূর্বেই ভোটকেন্দ্রের গুরত্বপূর্ণ প্রবেশ পথে ও ভোটকেন্দ্রের প্রকাশ্য স্থানে উক্ত পোস্টার প্রদর্শনের জন্য প্রিজাইডিং অফিসারদের নির্দেশ দিতে হবে এবং ভোটকেন্দ্রে উপস্থিত থাকার যোগ্য ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কেহ যেন ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে না পারেন তা নিশ্চিত করতে হবে। কোন অবস্থাতেই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে দেয়া যাবে না। প্রিজাইডিং অফিসারগণকে ভোটগ্রহণ চলাকালে ভোটকেন্দ্রের সার্বিক পরিস্থিতি তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করতে নির্দেশ প্রদান করবেন।

১০। **প্রিজাইডিং অফিসার কর্তৃক ডাকযোগে সরাসরি নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণী প্রেরণ**: গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২ এর অনুচ্ছেদ ৩৬ এর দফা (১৫) এর বিধান অনুসারে **প্রিজাইডিং অফিসার** ভোটকেন্দ্র হতে সরাসরি ডাকযোগে নির্বাচন কমিশনে ভোটগণনার বিবরণীর ১(এক) কপি প্রেরণ করবেন। এর জন্য প্রতি কেন্দ্রে ২টি করে বিশেষ খাম সরবরাহ করতে হবে। নির্বাচন কমিশন সচিবালয় হতে প্রয়োজনীয় সংখ্যক মুদ্রিত খাম রিটার্নিং অফিসারগণের নিকট প্রেরণ করা হবে। ভোটগ্রহণের দিন পোস্ট অফিসসমূহ ২৪ ঘন্টা খোলা রেখে বিশেষ খাম নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ে পৌঁছানোর ব্যবস্থা করে তার জন্য ডাক বিভাগকে বিশেষ নির্দেশনা প্রদান করা হবে।

২০/১১/২০২৩

মোঃ আতিয়ার রহমান
উপসচিব
নির্বাচন পরিচালনা-২ অধিশাখা
ফোন: ৫৫০০৭৫২৫ (অফিস)
E-mail: sasemc1@gmail.com

প্রাপক

১। বিভাগীয় কমিশনার, ...ও রিটার্নিং অফিসার
২। জেলা প্রশাসক, ...(সকল) ও রিটার্নিং অফিসার

নং-১৭.০০.০০০০.০৩৪.৩৬.০২০.২৩-৭৭৪

তারিখ: ২৫ অগ্রহায়ণ ১৪৩০
১০ ডিসেম্বর ২০২৩

অনুলিপি সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইল (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নহে):

১. মন্ত্রিপরিষদ সচিব, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা
২. প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, ঢাকা
৩. সিনিয়র সচিব/সচিব, ... মন্ত্রণালয়/বিভাগ (সকল)
৪. মহাপুলিশ পরিদর্শক, বাংলাদেশ, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা
৫. মহাপরিচালক, বিজিবি/আনসার ও ভিডিপি/র‌্যাপিডএ্যাকশন ব্যাটালিয়ন (র‌্যাব)/কোস্টগার্ড, ঢাকা
৬. মহাপরিচালক (গ্রেড-১), জাতীয় পরিচয় নিবন্ধন অনুবিভাগ, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৭. অতিরিক্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
৮. বিভাগীয় কমিশনার, ... (সংশ্লিষ্ট)
৯. উপমহাপুলিশ পরিদর্শক, ... (সকল রেঞ্জ)
১০. পুলিশ কমিশনার, ... মেট্রোপলিটন পুলিশ (সকল)
১১. যুগ্মসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১২. মহাপরিচালক, নির্বাচনি প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট, ঢাকা
১৩. সিস্টেম ম্যানেজার, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা [ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ]
১৪. মহাব্যবস্থাপক, ক্রেডিট ইনফরমেশন ব্যুরো, বাংলাদেশ ব্যাংক, ঢাকা
১৫. আঞ্চলিকনির্বাচনকর্মকর্তা, ... (সকল)
১৬. পরিচালক (জনসংযোগ), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা[এ বিষয়ে একটি সংবাদ বিজ্ঞপ্তি জারি করিবার অনুরোধসহ]
১৭. পুলিশ সুপার, ... (সকল)
১৮. উপসচিব (সকল), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
১৯. ....ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার (সংশ্লিষ্ট)
২০. সিনিয়র জেলা নির্বাচন অফিসার/জেলা নির্বাচন অফিসার, ... (সকল)
২১. উপজেলা নির্বাহী অফিসার, ... (সকল)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২২. জেলা কমান্ড্যান্ট, আনসার ও ভিডিপি, ... (সকল)
২৩. জেলা তথ্য অফিসার, ... (সকল)
২৪. মাননীয় প্রধান নির্বাচন কমিশনারের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (প্রধান নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৫. মাননীয় নির্বাচন কমিশনার জনাব .... এর একান্ত সচিব নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (নির্বাচন কমিশনার মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৬. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা (সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
২৭. সিনিয়র সহকারী সচিব/সহকারী সচিব .... (সংশ্লিষ্ট), নির্বাচন কমিশন সচিবালয়, ঢাকা
২৮. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার, ... (সংশ্লিষ্ট)ও সহকারী রিটার্নিং অফিসার
২৯. উপজেলা/থানা নির্বাচন অফিসার......................... (সকল)
৩০. অফিসার-ইন-চার্জ, ... (সকল)
৩১. নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের সকল কর্মকর্তা।

১০/১২/২০২৩

মোহাম্মদ মোরশেদ আলম
সিনিয়র সহকারী সচিব
নির্বাচন ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়-০১ শাখা
ফোন: ০২-৫৫০০৭৬১০
E-mail: sasemc1@gmail.com

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

*** *** *** ***

২৫। (১) ভোট গ্রহণের যে কোনো পর্যায়ে যদি প্রিজাইডিং অফিসার দেখিতে পান যে,

(ক) প্রিজাইডিং অফিসারের নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কারণে ভোট গ্রহণ এইরূপভাবে ব্যাহত বা বাধাগ্রস্ত হইয়াছে যে, অনুচ্ছেদ ২৪ এর অধীন নির্ধারিত ভোট গ্রহণের সময়ের মধ্যে ইহা পুনরায় শুরু করা সম্ভব নহে; বা

(খ) ভোটকেন্দ্রে ব্যবহৃত কোনো ব্যালট বাক্স প্রিজাইডিং অফিসারের হেফাজত হইতে বে-আইনিভাবে ও জোরপূর্বক অপসারণ করা হইয়াছে, বা দুর্ঘটনাক্রমে বা ইচ্ছাকৃতভাবে বিনষ্ট করা হইয়াছে বা হারাইয়া গিয়াছে, বা এমনভাবে ক্ষতিগ্রস্ত বা বিকৃত করা হইয়াছে যে, সেই কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল নিরূপণ করা যায় না; বা

(গ) কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ বৈধভাবে বা অবৈধভাবে ভোট কেন্দ্রে প্রবেশ করিয়া প্রিজাইডিং অফিসার বা অন্যান্য পোলিং অফিসারকে অস্ত্র-প্রদর্শন বা শারীরিক বল প্রয়োগের মাধ্যমে তাহাদের স্বাভাবিক নির্বাচনি দায়িত্ব পালনে বাধা প্রদান করেন,

তাহা হইলে তিনি অনতিবিলম্বে ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন, এবং নিকটস্থ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণকে ঘটনাবলি সম্পর্কে অবহিত করিবেন এবং উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবার জন্য সহযোগিতা চাইবেন।

(২) আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ অনতিবিলম্বে উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিবেন এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিবেন (restore)।

(৩) যদি আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যগণ উক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণকে অপসারণ ও গ্রেপ্তার করিতে এবং ভোট কেন্দ্রের অভ্যন্তরে আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি পূর্বাবস্থায় ফিরাইয়া আনিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে প্রিজাইডিং অফিসার ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দিবেন এবং তাহার সকল কর্মকর্তাসহ ভোট কেন্দ্র ত্যাগ করিবেন এবং তৎসম্পর্কে রিটার্নিং অফিসারকে রিপোর্ট করিবেন।

(৪) যেক্ষেত্রে দফা (৩) এর অধীন ভোট গ্রহণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার তৎক্ষণাৎ পরিস্থিতি সম্পর্কে কমিশনকে রিপোর্ট করিবেন এবং কমিশন উক্ত ভোট কেন্দ্রে নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করিবে, যদি না কমিশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, একই নির্বাচনি এলাকার অন্যান্য ভোট কেন্দ্রে গৃহীত ভোটের ফলাফলের দ্বারা ভোট কেন্দ্রটির নির্বাচনের ফলাফল নির্ধারিত হইয়া গিয়াছে।

(৫) যেক্ষেত্রে কমিশন দফা (৪) এর অধীন নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করে, সেইক্ষেত্রে রিটার্নিং অফিসার, কমিশনের অনুমোদনক্রমে নূতন ভোট গ্রহণের জন্য একটি তারিখ ও স্থান নির্ধারণ (fix) করিবেন এবং উক্ত সময় ও স্থান সম্পর্কে গণবিজ্ঞপ্তি জারি করিবেন।

(৬) দফা (৫) এর অধীন কোনো ভোট কেন্দ্রে যখন নূতন ভোট গ্রহণ করা হইবে, তখন উহাতে ভোট প্রদানের অধিকারী সকল ভোটারকে ভোট প্রদান করিতে দেওয়া হইবে এবং দফা (৩) এর অধীন বন্ধকৃত ভোটের সময় প্রদত্ত কোনো ভোট গণনা করা হইবে না; এবং উক্তরূপ নূতন ভোট গ্রহণের ক্ষেত্রে এই আদেশ ও তদধীন প্রণীত বিধি ও আদেশের বিধানাবলি প্রযোজ্য হইবে।

*** *** *** ***

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২
(১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)

*** *** *** ***

৯১। [***] ভিন্নরূপ কোনো বিধান না থাকিলে, কমিশন-

(ক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, [ভোটে] বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন এবং চাপ সৃষ্টিসহ বিভিন্ন বিরাজমান অপকর্মের কারণে যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে [ভোট] পরিচালনা নিশ্চিত করিতে সক্ষম হইবেন না, তাহা হইলে ইহা যে কোনো ভোট কেন্দ্র [বা, ক্ষেত্রমত, সম্পূর্ণ নির্বাচনি এলাকায়] [ভোট গ্রহণের] যে কোনো পর্যায়ে ভোট গ্রহণসহ নির্বাচনি কার্যক্রম বন্ধ করিতে পারিবে;

(কক) যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, কোনো ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল বলপ্রয়োগ, ভীতি-প্রদর্শন, কারসাজি বা অন্যবিধ অপকর্মের দ্বারা চরমভাবে পক্ষপাতদুষ্ট হইয়াছে, তাহা হইলে সেই ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল স্থগিত করিবে, এবং এই বিষয়ে, কমিশন কর্তৃক যেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হইবে সেইরূপ একটি পদ্ধতিতে, অতিসত্বর অনুসন্ধান করিবার পর, উহার নিকট ন্যায়সঙ্গত ও যথাযথ মনে হইলে, উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের ফলাফল প্রকাশ করিবার নির্দেশ প্রদান করিবে, বা উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নির্বাচন বাতিল ঘোষণাপূর্বক উক্তরূপ ভোট কেন্দ্র বা ভোট কেন্দ্রসমূহের নূতন ভোট গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করিবে;

(খ) এই আদেশ বা বিধিমালার অধীন কোনো কর্মকর্তা কর্তৃক কোনো ব্যালট পেপার নাকচ বা গ্রহণ সংক্রান্ত প্রদত্ত কোনো আদেশ পুনর্বিবেচনা করিতে পারিবে; এবং

(গ) এই আদেশ ও বিধিমালার বিধান অনুযায়ী ভোট কেন্দ্রের যে কোনো নির্বাচন যুক্তিযুক্ত, ন্যায়সঙ্গত এবং আইনানুগভাবে পরিচালনা নিশ্চিতকরণের জন্য, উহার মতে, প্রয়োজনীয় নির্দেশাবলি জারি করিতে, ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে এবং আনুষঙ্গিক অন্যান্য আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

*** *** *** ***